দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 14 MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

২৮

কৃষি কলেজ এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে

গত ২রা মার্চ 'প্রকাশিত চিঠির প্রতিবাদ' শিরোনামে ধনঞ্জয় দেবনাথের চিঠিটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ধনঞ্জয় দেবনাথের কথা দিয়েই শুরু করছি—

আপনি লিখেছেন 'কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যতগুলো সংঘর্ষ, অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে তাতে সব ফ্যাকাল্টির ওপরই প্রভাব পড়েছে, না-কি? তারপরেও কেন কৃষি ফ্যাকাল্টি অন্যান্য ফ্যাকাল্টি থেকে দেড় থেকে দু' বছর পিছিয়ে?' তার মানে আপনি আবারো বলতে চাইছেন কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন অপ্রীতিকর ঘটনার কারণে কৃষি অনুষদের এই সেশনজট হয়নি? আপনি বলতে চাইছেন এই সেশনজটের জন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নয়, কৃষি কলেজগুলোই দায়ী।

আপনাকে ছোট্ট একটি উদাহরণ দিচ্ছি-১৯৮৭-৮৮ ব্যাচের তৃতীয় পর্বের ছাত্র-ছাত্রীদের Plant Pathology পরীক্ষা চলছিল। তারা প্রশ্নপত্র কমন না পাওয়ার কারণে খাতা ছিঁড়ে ফেলে হল থেকে এক সাথে বের হয়ে আসে। ফলে পরীক্ষাটি বাতিল করে কর্তৃপক্ষ পুনরায় নেয়ার ব্যবস্থা করেন এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের এই অপ্রীতিকর ঘটনার কারণেই সেই পর্বের রেজাল্ট বের হতে আরো কয়েক মাস বেশি সময় লাগে। এই ঘটনা কি আপনি অস্বীকার করতে পারবেন? এরকম অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের যার ফলে এই সেশনজট।

আপনি কৃষি অনুষদের এই সেশনজটের কারণ হিসেবে যেমন শুধুমাত্র কৃষি কলেজগুলোকে দায়ী করে তাদেরকে আলাদা করে দেবার প্রস্তাব দিয়েছেন, আমি শুধু সেখানেই আপত্তি জানাচ্ছি। আমি আবারো স্পষ্ট করে বলছি শুধুমাত্র কৃষি কলেজগুলোর জন্য কৃষি অনুষদের এই সেশনজট নয়। আপনি পরিসংখ্যান নিয়ে দেখুন কৃষি কলেজগুলোর কারণে ক'বার পরীক্ষা পিছিয়েছে এবং কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কারণে ক'বার পরীক্ষা পিছিয়েছে, তবেই বুঝতে পারবেন। আমি বলছি এই সেশন-জটের জন্য কৃষি কলেজগুলো যেমন দায়ী তার চেয়ে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অনেক বেশি দায়ী। কারণ কৃষি কলেজগুলোর চেয়ে কৃষি বিশ্ববিদ্যা-লয়ের পরিসর অনেক বড়। তাই স্বাভাবিকভাবে সেখানে অপ্রীতিকর ঘটনা বেশি ঘটে। ফলে সেশনজট। এই সহজ সত্য কথাটি আপনি বারবার অস্বীকার করে যাচ্ছেন।

কৃষি কলেজগুলোর 'একাডেমিক অংশ' নিয়ন্ত্রিত হয় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এবং 'প্রশাসনিক অংশ' নিয়ন্ত্রিত হয় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট কর্তৃক। আপনি আবারো কৃষি কলেজ-গুলোর জন্য আলাদাভাবে পরীক্ষা নিয়ে, আলাদা সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দিয়েছেন। আপনার এ প্রস্তাব যেমনি হাস্যকর, তেমনি আপনার হীন মানসি-কতারও পরিচয় বহন করে বটে।

আপনি আপনার প্রথম চিঠিতে লিখেছেন 'কৃষি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা নকল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট পাচ্ছে। আবার পরের চিঠিতে লিখেছেন আমি নকল করার কথা বলিনি। আমার সন্দেহ হচ্ছে আপনার মাথা ঠিক আছে তো?

আপনি দুটো চিঠিতেই লিখেছেন 'কৃষি কলেজসমূহের ছাত্ররা কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে'। আপনার এই অনাকাঙ্ক্ষিত সুযোগ-সুবিধাটি কি-আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। সেটা নিশ্চয় আপনারা পেয়ে থাকেন তাই আপনিই ভাল জানেন দেখছি।

আপনি লিখেছেন আমি নাকি হাজী দানেশে ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা অস্বীকার করেছি। আপনাকে বলছি আমার চিঠিটা আবার পড়ুন, বুঝতে চেষ্টা করুন এবং সাথে সাথে সত্য কথা বলতে শিখুন। আমি লিখেছিলাম 'অতি সম্প্রতি কৃষি কলেজ দু'টিতে অবাঞ্ছিত ঘটনার কারণে কর্তৃপক্ষ কলেজ দু'টি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। ঘটনা দু'টি এই প্রমাণ করে, আমাদের দেশে শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্কের অভাব। যা শুধু কলেজগুলোতে নয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরাজমান।' কি আমার লেখাটি পড়ে কি এখনো আপনার তাই মনে হচ্ছে?

পরিশেষে একথা বলেই শেষ করতে চাই যে, কৃষি কলেজ এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ নিয়ে চিঠিপত্র কলামে যেসব চিঠি প্রকাশিত হয়েছে তাতে করে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে-আমাদের সমস্যা আছে, আর যা নেই তা হল সমস্যা উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা এবং সমস্যা সমাধানের আন্তরিক ইচ্ছা।

জিন্নাত আরা লিপি
২০৬, মহিলা হল,
হাজী মোঃ দানেশ কৃষি কলেজ,
দিনাজপুর।